এছাড়া প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচ্ছন্ন খাওয়ার জল দিতে হবে।

প্রজনন :

সাধারণতঃ ৯-১০ মাস বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এদের সব ঋতুতেই প্রজনন করানো যেতে পারে। তবে এরা ২১ দিন পরপর ঋতুবতী হয়। ছাগল গরম হলে একবার এবং ১৪-১৬ ঘন্টা পরে আর একবার প্রজনন করান। এদের গর্ভাবস্তা পাঁচ মাস।

রোগ ও তার প্রতিকার :

তুলনামূলকভাবে ছাগলের রোগব্যাধি কম। কৃমি রোগ হলো প্রধান সমস্যা। এই রোগ প্রতিকারের জন্য বর্ষার পূর্বে ও পরে স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের পরমর্শা মত ক্রিমিনিাশক ঔষধ খাওয়ান। এছাড়াও বিভিন্ন সংক্রামক রোগেও ছাগল মারা যায়। এর মধ্যে বসন্ত, গলা ফোলা, তড়কা, বজবজে, এঁসো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সম স্ত রোগের হাত থেকে আপনার ছাগলকে রক্ষা করতে গেলে নিম্নলিখিত রোগের প্রতিষেধক টীকা দিন।

	রোগের নাম	কখন দেবেন	প্রতিরোধ কাল	মন্তব্য
১॥	গলা-ফোলা	বর্ষার আগে	১ বছর	টীকা দেবার ন্যূনতম বয়স ৩ মাস
২॥	বজবজে			
৩॥	তড়কা			
৪॥	বসন্ত			
৫॥	এঁসো			
৬॥	পি.পি.আর	যে কোন সময়	সারাজীবন	

কয়েকটি জানবার কথা :

১) শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্র ১০৩°-১০৪° F, নাড়ীর স্পন্দন ৭০ থেকে ৮০ বার প্রতি মিনিটে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ১৫ থেকে ২৫ বার প্রতি মিনিটে।

২) মাতৃদুগ্ধ ছাড়ার বয়স : ২-৩ মাস বয়সে।

৩) খাসি-করন সময় : ২-৩ মাস।

৪) গাভীনকাল : ১৪৫-১৫৩ দিন।

৫) নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখে বোঝা যাবে ছাগল গরম হয়েছে :-

- ❋ চঞ্চল হবে এবং ঘন-ঘন লেজ নাড়বে ও খাওয়া কম খাবে।
- ❋ যোনিদ্বার ফুলে উঠবে এবং লালচে হবে।
- ❋ ঘন-ঘন পেচ্ছাপ করবে।
- ❋ অন্য ছাগলের উপর উঠবে বা অন্য ছাগলে তার উপর উঠতে দেবে।

৬) ছাগল সাধারণতঃ ১২ বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।

৭) বাংলার কৃষ্ণকায় ছাগলকে মুরগীর মত বালির লিটারে উপর 'ব্রয়লার ছাগল' হিসাবে পালন করা যায়।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের (উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পক্ষে কর্ম সংযোজক ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত (দূরভাষ : ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩)
কারিগরী তথ্য: ডা. দীপা চক্রবর্তী
বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (পশুপালন বিভাগ)।

ছাগল পালন

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর ॥
পিন : ৭৩৩২১৬ ফোন : ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩

ছাগলকে 'গরীবের গরু' বলা হয়, কেননা গরীব মানুষের অর্থনীতিতে ছাগলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।। ছাগল থেকে আমরা দুধ, মাংস, চামড়া ও পশম পেয়ে থাকি।

ছাগল পালনের সুবিধা :

১॥ এদের শরীরের আয়তন ছোট, তাই জায়গার প্রয়োজনও কম।

২॥ ছাগল পালনের জন্য বাড়ির মেয়েরা, বয়স্করা বা বাচ্চারাই যথেষ্ট।

৩॥ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অন্যান্য বড় প্রাণীর তুলনায় বেশী।

৪॥ জীবনচক্র (Generation interval) ছোট হওয়ায় নিয়োজিত মূলধন তাড়াতাড়ি ফিরে পাওয়া যায়।

৫॥ খাবারের খরচ তুলনামূলকভাবে কম।

৬॥ জন্মহার বেশী। উপযুক্তভাবে পালন করলে সাধারণতঃ দুবছরে তিনবার বাচ্চা দেয়।

৭॥ এদের দুধ সহজপাচ্য, তাই গরুর দুধের তুলনায় শিশুদের, বয়স্ক লোকেদের ও রোগীদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

৮॥ মাংসের ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বিধিনিষেধ নেই।

৯॥ এদের লাদি উন্নতমানের জৈবসার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ছাগলের প্রজাতি :

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির ছাগল পাওয়া যায়। তার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

ক) বেঙ্গল গোট :

উত্তর উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে এদেরে বাসস্থান। এদের গায়ের রং কালো তবে সাদা ও বাদামী রঙেরও হয়ে থাকে। একটি সম্পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের ওজন সাধারণতঃ ১২-১৫ কেজি হয়। এরা বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে ২ বা তার অধিক বাচ্চা হয়। এদের প্রথম বাচ্চা দেওয়ার বয়স ১৫-১৬ মাস। এদের মাংস খুব সুস্বাদু এবং চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা দেশে ও বিদেশে রয়েছে। এরা খুব কম দুধ দেয় এবং তা দিয়ে কেবলমাত্র বাচ্চাই পালন করা যায়।

খ) যমুনাপরি :

উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের কিছু অংশে এদের বাসস্থান। এরা আকারে খুব বড় এবং এদের কান লম্বা ও নাক উঁচু হয়। এদের গায়ের রং সাদা এবং তাতে বাদামী ছোপ থাকে। এদের ওজন সাধারণতঃ ৫০-৭০ কেজি। এরা বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে সাধারণত ১টি করে বাচ্চা হয়। এরা দিনে ১.৫-২ কেজি মতন দুধ দেয়। এরা মাংস ও দুধ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) বারবারি :

এদের বাসস্থান উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায়। গায়ের রঙ সাদা এবং তাতে বাদামী বা লাল রঙের ছোপ থাকে। এরা আকারে খুব ছোট হয় এবং ওজন সাধারণতঃ ৩৫-৪০ কেজি। এরা বছরে দুবার বাচ্চা দেয় এবং এক সাথে দুটি বা তার অধিক বাচ্চা দিয়ে থাকে। দিনে ৭৫০ মিলি-১ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়।

ঘ) বিটাল :

পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এদের বাসস্থান। গায়ের রং সাধারণতঃ কালো। পুরুষের দাড়ি থাকে। ওজন সাধারণতঃ ৪৫-৭০ কেজি। বছরে সাধারণতঃ ১ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে ১টি বা কখনো ২টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। এদের মাংস ও চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা আছে। দুধ প্রতিদিন গড়ে ২ লিটার পর্যন্ত দেয়।

উপরোক্ত প্রজাতি ছাড়াও গঞ্জাম, কাশ্মিরী, মালবেরি, পশমিনা, গাদি, সুতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কোন জাতের ছাগল চাষ করা ভাল :

আমাদের এই উত্তর দিনাজপুর এলাকার জন্য বাংলার কৃষ্ণকায়(ব্ল্যাকবেঙ্গল) ছাগ সর্বগুণে ভালো। খামার করতে গেলে, একসঙ্গে বেশী বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার জন্মের ওজন ও গড়ন ভালো- এরকম গুণ সম্পন্ন মাদী ছাগল কিনতে হবে। প্রতিটি মাদীর বয়স৮-১২ মাসের মধ্যে এবং পুরুষের (পাঁঠা) বয়স ১২-১৫ মাসের মধ্যে হওয়া উচিৎ। পাঁঠা কেনার সময় তার মাতার প্রতিবারের বাচ্চা দেবার সংখ্যা বিচার করে কেনা উচিৎ।

বাসস্থান :

ঘর দুভাবে করা যায়।

ক) মাটি থেকে ২-৩ ফুট উঁচু কাঠের পাটাতনের মেঝের ওপর।

খ) উঁচু জায়গায় মাটি বা সিমেন্টের মেঝের ওপর।

কাঠের পাটাতনের মেঝে করলে দুটি পাটাতনের মাঝে ১.৫-২ ইঞ্চি ফাঁক রাখতে হবে যাতে লাদি ও মূত্র নীচে পড়ে যায়। সিমেন্টের মেঝে করলে, মেঝের একদিক ঢালু রাখতে হবে যাতে প্রতিদিন ধুয়ে দেওয়া যায়। ঘরের উচ্চতা ৫-৬ ফুট রাখলেই চলবে। একটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগল রাত্রে থাকার জন্য ১০ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। পাঁঠাকে ৪ মাস বয়সের পরে আলাদা ঘরে রাকতে হবে। ঘরের দেওয়াল দরমা, কঞ্চি বা মাটি দিয়ে করা যেতে পারে। ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য জানলা রাখা প্রয়োজন।

খাদ্য ও জল :

শরীরের ওজনের তুলনায় ছাগল গরুর থেকে বেশী খাবার খেতে পারে। কথায় আছে, 'ছাগলে কি না খায় ?' এরা যে কোন সবুজ ঘাস, বিভিন্ন গাছের পাতা, বিভিন্ন দানা শস্যের ভুষি ও দানা জাতীয় খাদ্য খায়।

ছাগলকে কি পরিমাণ দানা খাদ্য দেবেন তা নির্ভর করছে :

১) দৈহিক ওজন,
২) দুধ উৎপাদন ও
৩) গর্ভাবস্থার সময়ের ওপর।

শরীর রক্ষার জন্য ১৫০ গ্রাম, প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য ৪০০ গ্রাম এবং ৩ মাসের ওপর গর্ভাবস্থার সময় থেকে বাচ্চা দেওয়া পর্যন্ত আরও ১০০ গ্রাম দানা খাদ্য দেবেন।

ছাগলের জন্য দানা/সুষম খাদ্য কি করে তৈরী করবেন তা নীচে দেওয়া হল।

ভূট্টা ভাঙা	৪০ শতাংশ
গমভাঙ্গা/জোয়ার/বার্লি ভাঙা	১২ শতাংশ
গমের ভুষি/চালের কুঁড়ো	২০ শতাংশ
বাদাম খোল/তিসি খোল	২৫ শতাংশ
ভিটামিন ও মিনারেল	২ শতাংশ
সাধারণত লবণ	১ শতাংশ
	১০০ শতাংশ